ভোরের কাগজ

তারিখ 22 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৭

## শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি

# বুয়েট স্থাপত্যের ছাত্রছাত্রীরা আমরণ অনশনে যাচ্ছে

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা আমরণ অনশন কর্মসূচিতে যাচ্ছে। গতকাল শনিবার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা সন্ধ্যায় এই সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে স্থপতি সমাজ আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তারা বলেন, অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের আন্দোলন কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে নয়। এই আন্দোলন স্থাপত্য শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। অন্যদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি স্থাপত্য বিভাগের পদত্যাগকারী শিক্ষকদের 'বিপথগামী ও চক্রান্তকারী' হিসেবে অভিহিত করে তাদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছেন।

গতকাল দুপুর ২টায় শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত কোনো কর্মসূচি ছাড়া উপস্থিত হন। এ সময় তিনি উপাচার্যের বাসভবনে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী আগামী ২৮ মার্চ অনুষ্ঠেয় ভর্তি পরীক্ষা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান এবং আগামী বছর এ বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন। বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, এ বছর পরীক্ষা পরিবর্তন অল্প সময়ে সম্ভব হবে না। এ সময় ছাত্রছাত্রীরা প্রস্তাব করেন, আগামী ২৮ মার্চ অনুষ্ঠেয় ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যার ১৮০ নম্বর বাদ দিয়ে ড্রয়িংয়ে ১৮০ নম্বরের পরিবর্তে ৩৬০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। বৈঠকে কোনো সমঝোতায় আসা সম্ভব হয়নি। তবে শিক্ষামন্ত্রী দু-একদিনের মধ্যে আবার আসবেন বলে ছাত্রছাত্রীদের তিনি জানান। গতকাল বিকেলে ছাত্রছাত্রীরা সভায় মিলিত হয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং আমরণ অনশন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্ররা ভোরের কাগজকে জানান, আজ রোববার শিক্ষামন্ত্রীকে তাদের দাবি ব্যাখ্যা করে একটি চিঠি দেওয়া হবে। তাদের এ দাবি মানা না হলে আজ রোববার বিকেল অথবা আগামীকাল সোমবার সকাল থেকে তারা আমরণ অনশন কর্মসূচিতে যাবে।

গতকাল শনিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রকৌশলী আবদুল লতিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, প্রকৌশলী মোঃ শহীদুল্লাহ, হাশেম খান, স্থপতি রবিউল হুসাইন, অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস, অধ্যাপিকা সালমা চৌধুরী, মোহাম্মদ আলম, শওকত আলী খান, আহমদ খালেদী প্রমুখ।

এছাড়া সমাবেশে প্রকৌশলী, স্থপতি, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শিল্পীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ অংশ নেয়। সমাবেশে স্থপতি মাজহারুল ইসলাম বলেন, স্থাপত্য একটি শিল্প- এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। এ কারণেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ই প্রকৌশল ও স্থাপত্যের ভিন্নতা স্বীকার করে প্রকৌশল বিদ্যার জন্য চার বছরের কোর্স এবং স্থাপত্যের জন্য পাঁচ বছরের কোর্স চালু এবং দুটি ভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল।

প্রখ্যাত শিল্পী হাশেম খান বলেন, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে নয়- একটি সমস্যার সমাধানের জন্য এই আন্দোলন।

অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস বলেন, আমাদের সমস্যার সমাধান না করে আমাদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

প্রকৌশলী মোঃ শহীদুল্লাহ বলেন, কোনো বিবেকবান মানুষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে না। তিনি এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানান। সমাবেশের পূর্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগ থেকে স্থপতি ও ছাত্রছাত্রীদের একটি মৌন র‍্যালি শহীদ মিনারে আসে এবং সমাবেশ শেষে আবার মৌন র‍্যালিসহকারে স্থাপত্য বিভাগে যায়।

গতকাল বিকেলে ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক আকন্দের সভাপতিত্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বলা হয়, স্থাপত্য বিভাগের 'পদত্যাগকারী ও বিপথগামী' কয়েকজন শিক্ষক 'বহিরাগত গুটিকয়েক স্থপতিকে' সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা ও সুনামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার ও মিথ্যা রটনা চালাচ্ছে। এই সভা পনেরজন শিক্ষক ও দুজন বহিরাগত স্থপতি মাজহারুল ইসলাম ও রবিউল হুসাইনের 'হীন চক্রান্তের' নিন্দা জানাচ্ছে।